MAR. 02 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১......

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সঙ্কট নিরসনের আলোচনা ভেঙ্গে গেছে

এটিএম রফিক : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী আলোচনা অবশেষে ভেস্তে গেছে। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সাথে বুধবার ও গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিসিপ্লিন প্রধান ও শিক্ষকদের যে আলোচনা হয়েছে তা থেকে কোন সুস্পষ্ট জবাব মেলেনি। ফলে কবে নাগাদ এই চলমান সঙ্কট নিরসন হবে তা বলা মুশকিল।

আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে, তাদের সাথে আলোচনারত শিক্ষকরা মূলত ভাইস চ্যান্সেলরের মিডিয়া হিসেবে কাজ করছেন। সমস্যা সমাধানে তাদের কোন ভূমিকা নেই। ছাত্রছাত্রীরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, মূলত তিন দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে তারা আন্দোলন করলেও এখন তা এক দফা দাবীতে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তা হল বর্তমান ট্রেজারার আব্দুর রাজ্জাক সরদারসহ ৬ কর্মচারীর অবিলম্বে অপসারণ।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার আব্দুর রাজ্জাক সরদারের অপসারণসহ তিন দফা দাবীতে ছাত্রছাত্রীরা গত ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে লাগাতার ক্লাস বর্জনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ক্যাম্পাসে প্রথমবারেরমত ছাত্রছাত্রীরা এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করে। পরবর্তীতে ২৫ ফেব্রুয়ারী ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সঙ্কট এবং কর্তৃপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়, গত ২৬ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালকের দফতর থেকে আলোচনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান করার পর গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ছাত্রছাত্রীরা পূর্ব ঘোষিত নগরীর বাবরী চত্বরের মানববন্ধন কর্মসূচী প্রত্যাহার করে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন পালন করে। সে সাথে বুধবার খুলনা প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট এবং গতকালের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবরোধ কর্মসূচী স্থগিত করে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের আহ্বানে সাড়া নিয়ে আলোচনায় বসে।

বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত আলোচনা চললেও তা মুলতবি রেখে গতকাল বেলা ১১টা থেকে পুনরায় আলোচনা শুরু হয়। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা গতকাল শিক্ষকদের জানিয়েছে, দেশের সুনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা রেখে আমরা আমাদের সব কর্মসূচী সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছি। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের কথা মনযোগ সহকারে শোনেন এবং তা যথারীতি ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে পৌছাবেন বলে জানান। কিন্তু কবে নাগাদ এই সঙ্কট নিরসন হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান, তিনি খুলনার উদ্দেশে ঢাকা থেকে রওয়ানা দিয়েছেন কখন ক্যাম্পাসে আসবেন তা বলা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ৯ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আগামী ১২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও কি হবে পরবর্তী পদক্ষেপ তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী এবং অভিজ্ঞমহল।